যায়যায়দিন

তারিখ 4 JUN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

কলেজে ভর্তির নীতিমালা

ভালো কলেজে একাধিক শিফট চালু করা দরকার

রেজাল্টের আনন্দ কাটতে না কাটতেই এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে। কেননা ভালো রেজাল্ট করেও অনেকেই ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ এবার পাবে না। আর যারা সাধারণ মানের রেজাল্ট করেছে, তাদের কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কেননা পরিসংখ্যানমতে, এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সর্বমোট পাস করেছে ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৮৭৮ শিক্ষার্থী। অথচ সারাদেশে কলেজে মোট আসন আছে প্রায় ৪ লাখ ৬৩ হাজার। সে হিসাবে প্রায় ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর কলেজে ভর্তির সুযোগ থাকছে না। শুধু তা-ই নয়, এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেকেরই রাজধানীর নামিদামি কলেজে ভর্তির সুযোগ হবে না। কেননা ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরের বড় কলেজগুলোতে আসন আছে সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২২ হাজারের মতো। অথচ জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৫ হাজার ৯৩৪ জন।

এমন বাস্তবতায় সরকার আগামী সপ্তাহের মধ্যেই কলেজে ভর্তির নীতিমালা চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। গত বছরের নীতিমালার সঙ্গে বর্তমানের প্রেক্ষাপট, প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিশেষজ্ঞদের মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে এ নীতিমালা করা হবে বলে জানা গেছে। আসন সঙ্কট মোকাবেলায় আরো বেশি প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট চালু করা এবং রাজধানীর প্রায় ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারাদেশে আরো ২০টি স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজেও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী চালু করা হবে বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি ঢাকা মহানগরীসহ দেশের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফল আশানুরূপ হচ্ছে না বা ভর্তির জন্য যথেষ্ট শিক্ষার্থী আকর্ষণ করতে পারছে না, সেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি, মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ, প্রশাসন, মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নত করাসহ নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এসব উদ্যোগ গ্রহণের পরও ভর্তি সঙ্কট পুরোপুরি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

ভর্তি সঙ্কট সমাধানে দেশে ভালো কলেজ ও সেগুলোর আসন সংখ্যা বাড়ানো দরকার। দেশের প্রথম সারির কলেজগুলোতে ভর্তির চাহিদা বেশি থাকে। সব বাবা-মা চান তাঁদের সন্তান ভালো একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করুক। তাই প্রথম সারির কলেজগুলোতে একাধিক শিফট চালু করার ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

ভালো শিক্ষক ও পড়ালেখার ভালো পরিবেশ থাকায় সাধারণত বিভাগীয় শহরের ছাত্রছাত্রীরাই অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করে থাকে। এর বিপরীতে মফস্বল ও জেলা শহরগুলোর ছেলেমেয়েরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও ভালো ফল করতে পারে না। আসন সংখ্যা কম হওয়ায় যেখানে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদেরই ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির নিশ্চয়তা নেই, সেখানে মফস্বলের ছাত্রছাত্রীর তো ভালো কলেজে ভর্তির কোনো সুযোগই হবে না। এ অবস্থায় মফস্বল অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০ ভাগ আসন কোটা হিসেবে রাখার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোর ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির চাপ কমাতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের দিকেই এগোতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যদি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, তাহলে জেলা ও বিভাগীয় শহরগুলোর ওপর থেকে চাপ কমে যাবে। মফস্বলের ছাত্রছাত্রীদের ঢাকামুখী হওয়ার প্রবণতাও কমে যাবে। অভিযোগ আছে, ভালো শিক্ষকরা মফস্বলে যেতে চান না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হলেও মফস্বলের কলেজগুলোতে পাঠাতে হবে।

দেশের সব কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নসহ শিক্ষার মান বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া দরকার। এছাড়া কলেজে ভর্তি ফি বাবদ কতো টাকা নেয়া হবে তা-ও ধার্য করে দেয়া দরকার। এর পাশাপাশি কলেজ পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার কথাও সরকারকে ভাবতে হবে। কেননা কলেজ পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতি কোনো সুফল বয়ে আনে না। এতে বরং শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হয়।

আমরা আশা করবো, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কলেজে ভর্তির এমন একটি নীতিমালা ঠিক করবে, যাতে এসএসসি উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থী তাদের কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়।